সমকাল

30 AUG 2016

জবি শিক্ষার্থীদের ওপর ফের ছাত্রলীগের হামলা

■ সমকাল প্রতিবেদক ও জবি প্রতিবেদক

আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলনরত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের ওপর আবারও হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। গতকাল সোমবার ধর্মঘট চলাকালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করলে এই হামলা চালানো হয়। হামলায় প্রায় ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। একই দাবিতে ও ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্যের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে অবস্থান নেয় জবি ছাত্রলীগ। সকাল ৯টার দিকে তারা সব প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সকাল ১০টার দিকে বিজ্ঞান অনুষদ চত্বরে আলাদাভাবে সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করলে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর কয়েক দফায় অতর্কিত হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পরবর্তী কমিটির পদপ্রত্যাশী বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে এ হামলায় অংশ নিতে দেখা গেছে। এরপর থেকে ক্যাম্পাসে এক সঙ্গে পাঁচ-ছয় শিক্ষার্থীকে কথা বলতে দেখলেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর চড়াও হন। হামলায় মাহিদুল ইসলাম মাহি, মনিরুল ইসলাম রাজন, মনিরুজ্জামান রিপন, নাজমুল হোসেন, কাজী হুমায়ুন, রফিকুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, মিরাজ, তারেক হাসান, ফয়সাল খানসহ প্রায় ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পরে কয়েকটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সাংবাদিকরা ছবি ও ভিডিও ধারণের সময়ও বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় বেসরকরি কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের ও জবিতে কর্মরত বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের নেতারা।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

জবি শিক্ষার্থীদের ওপর ফের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তবে হামলার ঘটনা অস্বীকার করে জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম সমকালকে বলেন, হলের দাবিতে ছাত্রলীগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তবে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়– এমন আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে সব শিক্ষার্থীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে বিকেল ৪টায় শাহবাগে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা নতুন হলের দাবি ও আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আজ সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র মহাসমাবেশের আহ্বান করেন। সংবাদ সম্মেলনে জবির প্রগতিশীল সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

পাল্টা আন্দোলনের হুমকি ব্যবসায়ীদের : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমিতে ছাত্রাবাস তৈরির যে দাবি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা করছেন তাকে অযৌক্তিক ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে উল্লেখ করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন বন্ধ না করলে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীরা পাল্টা আন্দোলনে নামবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল সোমবার পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের নেতারা সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও এফবিসিসিআইর পরিচালক আবু মোতালেব বলেন, জেলখানার জায়গায় কী করা হবে তা আগে থেকেই সরকার ঠিক করে রেখেছে। পুরান ঢাকার বাসিন্দারা সরকারের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চায়। কারণ তাদের জন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ নেই। নেই খেলার মাঠ, হাঁটার জায়গা বা বিনোদনের ব্যবস্থা।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও একটি কুচক্রী মহল শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। পুরান ঢাকাবাসী রক্ত দেবে; কিন্তু জেলখানার জমি ছাত্রাবাস তৈরির জন্য দেবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

আবু মোতালেব বলেন, শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস পুরান ঢাকাবাসীও চায়। উন্নত ও শান্ত পরিবেশে লেখাপড়া করার মতো জায়গায় তা হোক। এজন্য কেরানীগঞ্জে অনেক জায়গা আছে, যা আধুনিক ছাত্রাবাসের উপযুক্ত।

সংবাদ সম্মেলনে ফোরামের সভাপতি আবদুস সালাম, সহসভাপতি আলাউদ্দিন মালিক, পাইকারি ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গোলাম মাওলা, ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি তৌফিক এহসান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সোবহান, বাপার জাতীয় কমিটির সদস্য নাজিমউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।